দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ...

পৃষ্ঠা ৮ কলাম ...

SEP 02 2002

প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে বরিশাল সিটি কলেজের সাবেক অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে দুর্নীতির মামলা প্রত্যাহার হচ্ছে

শওকত মিলটন, বরিশাল থেকে ॥ এবার স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী নির্দেশ দিয়েছেন দুর্নীতির মামলা প্রত্যাহারের। মামলাটি হচ্ছে বহুল আলোচিত বরিশাল সিটি কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ ও কেন্দ্রীয় বিএনপির অন্যতম সাংগঠনিক সম্পাদক ও সাবেক সংসদ সদস্য আব্দুর রশীদ খানের বিরুদ্ধে দায়ের করা কলেজের ১৪ লাখ টাকা আত্মসাতের মামলা। আজকালের মধ্যে এই মামলাটি প্রত্যাহার করা হবে বিভাগীয় স্পেশাল জজ আদালত থেকে। ইতোপূর্বে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নির্দেশে রাজনৈতিক মামলা হিসাবে আখ্যা দিয়ে এই কলেজের অর্থ আত্মসাতের অপর একটি মামলা চার্জ গঠনের পরও প্রত্যাহার করা হয়েছে। আর এ কারণে হাইকোর্ট স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বিভাগীয় স্পেশাল জজ ও জেলা প্রশাসককে শোকজ করেছে। এ তথ্য আদালতসংশ্লিষ্ট সূত্রের।

সূত্র জানিয়েছে, বরিশালের সবচেয়ে ব্যস্ততম এলাকা সদর রোডের নবাব এস্টেটের জমি জোর করে দখল করে গড়ে ওঠা বরিশাল সিটি কলেজের পুরনো ভবন সংস্কার ও নতুন ভবন নির্মাণের জন্য সরকার ১৯ লাখ টাকা অনুদান প্রদান করে। কিন্তু কলেজের অধ্যক্ষ আব্দুর রশীদ খান নতুন ভবন নির্মাণ না করে একটি সেমিপাকা টিনশেড ঘর নির্মাণ করেন– যার পিছনে মাত্র পাঁচ লাখ টাকা ব্যয় করেন। বাকি ১৪ লাখ টাকা তিনি আত্মসাত করেন। এই আত্মসাতের অভিযোগ পেয়ে দুর্নীতি দমন ব্যুরো প্রাথমিক তদন্ত শেষে অভিযোগের সত্যতা মিললে আব্দুর রশীদ খানের বিরুদ্ধে বরিশাল

(৭- পৃষ্ঠা ৪-এর কঃ দেখুন)

প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে

(৮-এর পাতার পর)

কোতোয়ালি থানায় একটি দুর্নীতি মামলা দায়ের করে। পরবর্তীতে পুলিশ তদন্ত করে তার বিরুদ্ধে চার্জশীট প্রদান করে। পরে বিভাগীয় স্পেশাল জজ আদালতে তার বিরুদ্ধে চার্জ গঠন করা হয় এবং সাক্ষ্য গ্রহণ শুরু হয়। পরবর্তীতে হাইকোর্টে বিবাদী পক্ষ চার্জ গঠনের ধারা সম্পর্কে একটি রিভিশন মামলা দায়ের করলে হাইকোর্ট স্পেশাল জজ আদালতে এ মামলার কার্যক্রম ছয় মাসের জন্য স্থগিত ঘোষণা করে। পরে এ সময় আরও বৃদ্ধি পায়। এই ফাঁকে আব্দুর রশীদ খান বিভিন্নভাবে এ মামলা প্রত্যাহারের জন্য তদবির চালান। গত ২৯ জুলাই আকস্মিকভাবে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে এই মামলাটি প্রত্যাহার করার জন্য দুর্নীতি দমন ব্যুরোর মহাপরিচালককে এবং বরিশালের পিপিকে নির্দেশ দেন। একই সাথে বিভাগীয় জজ আদালত থেকে এই মামলা প্রত্যাহারের সুবিধার্থে আব্দুর রশীদ খান হাইকোর্টে দায়েরকৃত তার রিভিশন মামলা প্রত্যাহার করে নেন গত পাঁচই আগস্ট। ইতোমধ্যে দুর্নীতি দমন বিভাগ ও পিপি মামলা প্রত্যাহারের জন্য তাদের নিজস্ব কার্যক্রমে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের নির্দেশের কথা উল্লেখ করে স্পেশাল জজ আদালতে আবেদন জানিয়েছেন। আদালত আজকালের মধ্যেই এ মামলাটি প্রত্যাহারের নির্দেশ দিতে পারে বলে আদালত সংশ্লিষ্ট একটি সূত্র জানিয়েছে। উল্লেখ করা যেতে পারে, বর্তমানে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন সমিতির কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যক্ষ আব্দুর রশীদ খানের বিরুদ্ধে ইতোপূর্বে দায়েরকৃত একই কলেজের চার লাখ টাকা আত্মসাতের আরও একটি মামলা রাজনৈতিক মামলা দেখিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নির্দেশে প্রত্যাহার করা হয়।